গণরুম জাদুঘরে কী ভাবছে শিক্ষার্থীরা?

প্রকাশিত: ১৯:৪৩, ২৩ নভেম্বর ২০২৪

মিরাতুস সামিরা
শিক্ষার্থী, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়

আমি মিরাতুস সামিরা। জাবির অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ৫৩ ব্যাচ। নবী শিক্ষার্থী হিসেবে উঠেছি বীর প্রতীক তারামন বিবি হলের ষষ্ঠ তলায়। অন্য শিক্ষার্থীর মতে বিশ^বিদ্যালয় নিয়ে আমারও দুশ্চিন্তা ও ভয় কাজ করেছে। তারপর গণরুম আতঙ্ক তে আছেই। নতুন পরিবেশ কেমন হবে, মানিয়ে নিতে পারব কিনাÑ এসব নিয়ে কিছুটা ভয়ভীতি দানা বেঁধেছে। কিন্তু নতুন হলো, নতুন রুম, করিডর, আশপাশের সহপাঠীদের পেয়ে সব কেম যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এর মধ্যে পুরো হলেই সর্বোচ্চ সুবিধা এবং নিরাপত্তা নিশ্চি করেছেন হল প্রশাসন। ফলে পরিবারের দুশ্চিন্তাও অনেকটাই লাঘব হয়েছে। এভাবে গল্প আড্ডায় বেশ ভালোই চলছে আমার নতুন হল জীবন।

UNIBOTS

মাহমুদ হাসান শুভ
শিক্ষার্থী, আইন ও বিচার বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়

বর্তমানে ক্যাম্পাসে কোনো গণরুম নেই। ৫৩ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই নিজস্ব সি পেয়েছে যা আমাদের জন্য একরকম স্বপ্ন ছিল। প্রায় দুই বছরের মতো গণরুম এবং মি গণরুমে ছিলাম। প্রতিটি রুমে আমরা ছিলাম ৪০-৫০ জন। সিঙ্গেল তোশকে ২ জন থাকতাম ফলে বিভিন্ন রোগ লেগেই থাকতো। বিশেষ করে ছেলেদের গণরুমগুলো ছিল কমনরুম বা টি রুমের সঙ্গে। অতিরিক্ত শব্দের কারণে ঠিকমতো ঘুম হতো না। পড়ালেখার তেমন কোনে সুযোগই ছিল না। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার ছিলাম আমরা। গণরুমের নিয়ন্ত্রণ আবাসিক হলের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়বৃত্তিক ছাত্রসংগঠনের হাতে। কি কিছু সিনিয়র ভাইরা সরাসরি মাদক সাপ্লাই দিত। অনেক বন্ধু গণরুমে থেকে মাদকাসক্ত হয়েছে, যার সাক্ষী আমি নিজেই। বাবা-মাকে গালাগাল করা থেকে পর্নো নায়িকার অভিন এমনকি নারী শিক্ষার্থীদের নিপীড়নের কায়দা-কানুনও শেখানো হতো গণরুমে। র‍্যাগিংয়ে ভয়ে ফুলহাতা শার্ট পরে হাতার বুতাম লাগিয়ে রাখতে হতো সারাদিন। ফাঁপর চলতো প্রতিদিন ঝুলানো, মুরগি/পাখি হওয়া এবং লাফানো ছিল নিত্যদিনের বিনোদনের অংশ। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা শিক্ষাজীবন থেকে কেড়ে নিয়েছিল আনন্দ ও নিয়মতান্ত্রিকতা।

মাজমুর ওয়াস্তা ইলমা
শিক্ষার্থী, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়

দীর্ঘদিন পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয় গণরুম কালচারমুক্ত। এ যেন স্বস্তির নিশ^াস অথচ আমাদের নিজস্ব সিট পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে বছরখানেক। দীর্ঘদিন গণরুমে থাকার ফলে নানা সমস্যা পোহাতে হতো। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী থাকাতে আড্ডা, গল্পগুজব র‍্যাগিং, ওয়াশরুমের স্বল্পতা সবমিলিয়ে অনেক সময় অপচয় হতো। ফ্লোরিং করে থাকা কারণে বিছানায় ধুলোবালি জমতো বেশি। তাই ডাস্টজনিত সমস্যা বিশেষ করে যাদের এ্যাজমা হাঁপানি আছে তাদের বেশি অসুবিধা হতো। ঘুমানো বা পড়াশোনার সুযোগ ছিল না। গণরুমে যে কয়েকটা ফ্যান দেওয়া হয়েছিল তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। জিনিস রাখা জায়গাও ছিল খুবই কম। যার ফলে সহপাঠীদের সঙ্গে মনোমালিন্য লেগেই থাকতো।

শাহেদ শাহরিয়ার শোভন
শিক্ষার্থী, রসায়ন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়